Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/22/2026 3:30 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ২২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/22/2026 3:30 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ২২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভিলেন আবহাওয়া! পিছিয়ে গেল উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটপ্রচার

নাতানজে হামলার প্রতিশোধ! ইজরায়েলের পরমাণু কেন্দ্রে হামলা ইরানের, ভয়াবহ পরিণতি মুহূর্তে

বাংলায় আধিকারিক বদলি নিয়ে কমিশনকে তোপ গোটা ইন্ডিয়া জোটের

শিক্ষককুলকে বাদ দিয়ে সপ্তম বেতন কমিশন!

বঞ্চনার অভিযোগে মমতাকে চিঠি সংগঠনের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বাদ দিয়ে কি শুধুই সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন? রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই এই প্রশ্ন দানা বেঁধেছে শিক্ষা মহলে। এবার সেই ধন্দ কাটাতে এবং পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠাল বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি। শনিবার পাঠানো ওই চিঠিতে সংগঠনের স্পষ্ট দাবি, রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পাওয়া সমস্ত স্তরের কর্মীকে অভিন্ন বেতন কাঠামোর আওতায় আনতে হবে। প্রথা মেনে গত ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য বাজেট পেশের সময় সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার সেই বক্তৃতায় সরকারি কর্মীদের প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছিল শিক্ষক ও সরকার-পোষিত সংস্থার কর্মীদের নিয়ে। সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য বাজেট পেশের সময় মুখ্যমন্ত্রী সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিধানসভায় দেওয়া সেই বক্তব্য অনুযায়ী মূলত সরকারি

কর্মচারীদের জন্যই এই কমিশনের সুবিধা প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং সরকার-পোষিত সংস্থার কর্মীদের বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি' শিক্ষক সংগঠনের মতে, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড হলেন এই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। দীর্ঘ দিন ধরে তারা পরিষেবায় যুক্ত থাকলেও আর্থিক নিরাপত্তা ও বেতন কাঠামোর বৈষম্য নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। চিঠিতে সতর্কবার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ধরণের বৈষম্য তৈরি হলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ চরম আকার নিতে পারে। চিঠির বয়ান অনুযায়ী, 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের বেতন কাঠামো, আর্থিক নিরাপত্তা এবং কর্মপরিস্থিতির উন্নতির জন্য সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।'সমিতির দাবি, শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এই সুবিধা সীমাবদ্ধ রাখলে শিক্ষাক্ষেত্রের বিশাল অংশ বঞ্চিত থেকে যাবে। তাই প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত পদক্ষেপ করে নির্দেশিকা জারির আর্জি জানানো হয়েছে। শিক্ষক নেতৃত্বের আশা, মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁদের মতে, এই দাবি পূরণ হলে রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরণের সদর্থক প্রভাব পড়বে।

ফের আঘাত করলে 'শুকিয়ে মারব' মার্কিন বন্ধুদের হুঁশিয়ারি দিল ইরান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা তোপে আকাশ কাঁপাল তেহরান। আমেরিকা বা ইজরায়েল যদি ইরানের শক্তিকেন্দ্রে আঘাত হানে, তবে পশ্চিম এশিয়ায় ওয়াশিংটনের বন্ধু দেশগুলিকে 'বড় মূল্য' চোকাতে হবে। তেহরানের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, যুদ্ধের আঁচ লাগলে উপসাগরীয় দেশগুলির জলশোধন এবং তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। মধ্যপ্রাচ্যের মরু-শহরগুলিতে পানীয় জলের হাহাকার তৈরি করে কার্যত 'গলা শুকিয়ে মারার' চরম হুঁশিয়ারি দিল ইরান।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সেই মেজাজেই পাল্টা জবাব দিয়েছে হজরত খাতম আল আনবিয়া-র সদর দফতর। তাদের মুখপাত্রের বয়ান অনুযায়ী, 'আমেরিকা যদি ইরানের শক্তি এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে হামলা চালায়, আমরাও চুপ করে বসে থাকব না। পশ্চিম এশিয়ায় ওদের যত তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র, পানীয় জল শোধনকেন্দ্র আছে সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।' এই হুমকির পর থেকেই রিয়াধ থেকে কুয়েত সর্বত্র যুদ্ধের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইরানের নিশানায় যদি জলশোধন কেন্দ্র বা 'ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট' থাকে, তবে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। সমুদ্রের নোনা

জলকে পানযোগ্য করার ওপরই টিকে আছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য। আল জাজিরার পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ শোধিত জল এই অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়। কুয়েত ও কাতার তাদের পানীয় জলের ৯০ শতাংশের জন্য এই কেন্দ্রগুলির ওপর নির্ভরশীল। ওমান এবং সৌদি আরবের ক্ষেত্রেও এই নির্ভরতা যথাক্রমে ৮৬ ও ৭০ শতাংশ। অধিকাংশ কেন্দ্রই উপকূল বরাবর হওয়ায় ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালে রয়েছে।হামলার প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে তার একটি পরিসংখ্যানও উঠে এসেছে। যদি সৌদি আরবের জুবেইল জলশোধন কেন্দ্রে আঘাত লাগে, তবে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে রিয়াধের ৮৫ লক্ষ মানুষ প্রবল জলকষ্টে পড়বেন। আসলে এই শোধনকেন্দ্রগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। একটি অকেজো হওয়া মানেই অন্যটি স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার সহযোগী দেশগুলিকে অন্ধকারে ডুবিয়ে এবং তৃষ্ণার্ত রেখে ইরান যে এক নতুন রণকৌশল নিতে চলেছে, তা এখন স্পষ্ট।

ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ প্রতীক্ষা নয়,ভোটার স্বাচ্ছন্দ্যে একাধিক পদক্ষেপ কমিশনের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ৪ রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচনে ভোটারদের অভিজ্ঞতা বদলে দিতে একগুচ্ছ বৈপ্লবিক নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে এবার বুথের লাইনে দাঁড়িয়ে না থেকে, বসে অপেক্ষা করার সুযোগ পেতে চলেছেন ভোটাররা। কমিশনের এই নয়া উদ্যোগের লক্ষ্য হলো; ভোটদান প্রক্রিয়াকে আরও সুশৃঙ্খল এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরামদায়ক করে তোলা।নির্বাচন কমিশনের রবিবারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই ৫টি নির্বাচনী এলাকায় মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০৭টি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথেই এখন থেকে পানীয় জল, স্থায়ী বা অস্থায়ী ছাউনি এবং পরিচ্ছন্ন শৌচালয় থাকা বাধ্যতামূলক। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো;ভোটের লাইনে নির্দিষ্ট ব্যবধানে বেঞ্চের ব্যবস্থা করা।

অর্থাৎ, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হওয়ার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। এছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারদের জন্য আলাদা 'র‍্যাম্প' এবং আদর্শ ভোটকক্ষ বা 'মডেল পোলিং স্টেশন' তৈরির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।ভোটারদের পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিটি কেন্দ্রে ৪টি আলাদা 'ভোটার

সহায়তা পোস্টার' টাঙানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রার্থীর তালিকা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রের বিস্তারিত তথ্য থাকবে। পাশাপাশি, ভোটারদের বুথ নম্বর ও ক্রমিক সংখ্যা খুঁজে দিতে প্রতিটি কেন্দ্রে কাজ করবে 'ভোটার সহায়তা বুথ', যেখানে অভিজ্ঞ বিএলও কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।কমিশন এবার বুথের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। ভোটারদের মোবাইল বাইরে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত গোপনীয়তা রক্ষা এবং ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দ্রুত এই নির্দেশিকা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই তৎপরতা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, এবার 'দুয়ারে নির্বাচনে' ভোটারদের স্বাচ্ছন্দ্যই হবে মূল চালিকাশক্তি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/22/2026 3:30 PM Page 3

ধেয়ে আসছে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের পূর্বাভাস দিল ডিফেন্স জিয়োইনফরমেটিক রিসার্চ এসটাবলিসমেন্ট। এরপরই তৎপর সিকিম প্রশাসন। ডিফেন্স জিয়োইনফরমেটিক রিসার্চ এসটাবলিসমেন্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের কবলে পড়তে চলেছে সিকিম। যাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছাঙ্গু ও নাথুলা সংলগ্ন এলাকাগুলো। ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে সিকিম প্রশাসনের কাছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তৎপর থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও বিগত কয়েকদিন ধরেই একনাগাড়ে তুষারপাত চলছে উত্তর থেকে পূর্ব সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকায়। দফায় দফায় তুষারপাতে বরফের চাদরে মুড়ছে সিকিম। সামরিক বাহিনী সেই চাদর সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই এই তুষারঝড়ের বিজ্ঞপ্তি যেন আরও কয়েকধাপ আতঙ্কের সঞ্চার করছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার বাহিনীর পাশাপাশি তৎপর রয়েছে বিভিন্ন দপ্তর। অন্যদিকে তৎপর ভারতীয় সেনা। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ পর্যটকেরা রয়েছেন এই সমস্ত এলাকায়। তাঁদের জন্য সিকিম সরকার নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, যে যেখানে রয়েছেন, তাঁদের সেখানেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিকিম আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানান, সেনার তরফ থেকে একটি সতর্কতা পত্র সিকিম প্রশাসনকে পাঠানো হয়েছে। সিকিম প্রশাসন সিকিম আবহাওয়া দপ্তরকে সমগ্র বিষয়ের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। সিকিমের তুষারঝড়ের জেরে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে হিমালয়ান হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি সম্রাট সম্মেলন বলেন, পর্যটকরা যে যেখানে আছেন, তাঁদেরকে সেখানেই থাকতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে সিকিম প্রশাসন যেমন হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে, ঠিক তেমন আমরা একাধিক হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি। যদি কোথাও কোনও পর্যটকের সমস্যা হয় তাহলে আমরা সিকিম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করব। বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে আসা পর্যটকদের আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। তুষারঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে এমন এলাকায় সিকিম প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম যানবাহন চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রথম দেখাতেই মানুষ চিনবেন কীভাবে ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মানুষকে প্রথম দেখাতেই বিচার করা ঠিক নয়, এ কথা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। তবুও বাস্তবে অনেক সময় প্রথম দেখাতেই কারও সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু নির্দিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করলে খুব দ্রুত একজন মানুষের চরিত্র ঠিক কেমন তা আন্দাজ করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমেই খেয়াল করতে হবে যে একজন মানুষ কী নিয়ে বেশি কথা বলে। কেউ যদি সবসময় নিজের সাফল্য, টাকা বা চেহারা নিয়ে গর্ব করেন, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা থাকতে পারে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ সাধারণত এতটা নিজেকে নিয়ে আত্মদম্ভে ভোগে না।এছাড়া, সে কী নিয়ে অভিযোগ করে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। যারা সবসময় অন্যদের দোষ দেয় বা অভিযোগ করতে থাকে, তারা অনেক সময় নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়। অন্যদিকে, যারা সমস্যার সমাধান খোঁজে, তারা বেশি ইতিবাচক মানসিকতার হয়।মনোবিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, একজন মানুষ কীসে রেগে যায়, সেটাও তার চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়। ছোটখাটো বিষয়ে যদি কেউ বেশি রেগে যায়, তাহলে সেটা ধৈর্যের অভাব বা মানসিক চাপে থাকার লক্ষণ হতে পারে। আবার সময় বা সম্মান নিয়ে সংবেদনশীল হলে বোঝা যায়, সে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়।আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ঠিক কোন বিষয়টিতে উল্টোদিকের মানুষটি আনন্দ পায় তাও গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি অন্যের কষ্ট বা ব্যর্থতায় আনন্দ পায়, তাহলে তার মধ্যে সহানুভূতির অভাব থাকতে পারে। বিপরীতে, যারা নিজের ভুল নিয়েও হাসতে পারে, তারা সাধারণত বেশি পরিণত এবং আত্মবিশ্বাসী হয়।এছাড়া, অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার বিশেষ করে যাদের সামাজিক অবস্থান যেমন ওয়েটার বা সহায়ক কর্মীদের সঙ্গে আচরণ খুব বড় ইঙ্গিত দেয়। ভদ্র ও সম্মানজনক ব্যবহার ভাল চরিত্রের পরিচয়।তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এই লক্ষণগুলো দেখে শুধুমাত্র প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। কারও সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে সময় নিয়ে ভালভাবে জানা জরুরি।

প্রাচীন ভারতে চুলে ধোঁয়া দিতেন মহিলারা !

কারণ জানলে চমকে যাবেন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যোধা আকবর' বলুন বা 'দেবদাস', এই ছবিগুলোতে নিশ্চয় খেয়াল করেছেন যে ভারতীয় রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ির মহিলারা চুলে ধূপের ধোঁয়া দিতেন। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে কখনও মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন? চুলে ধূপের ধোঁয়া কেন দেওয়া হতো? কী উপকার পাওয়া যেত? কারণটা জানলে চমকে উঠবেন! বর্তমান সময়ে ব্যস্ততার কারণে যেখানে অনেকেই ঠিক করে চুল বা রূপচর্চা করে উঠতে পারেন না, সেখানে নিয়মিত চুলে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া নেহাতই বিলাসিতা মনে হতেই পারে। কিন্তু একটা সময় এটা রীতিমত রেওয়াজ ছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তবে যে সে ধূপের ধোঁয়াও কিন্তু আবার অতীতে ভারতীয় মহিলারা চুলে দিতেন না। তাহলে? এটি আদতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বা টোটকা। সম্ভ্রাণী ধূপের দেওয়া হতো আগ মহিলাদের চুলে। চুলের পরিচর্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এটি। এবার প্রশ্ন আসতেই পারে, কী এই সম্ভ্রাণী ধূপ? এটা আদতে একটি প্রাকৃতিক, সুগন্ধির রেসিন যেটি সাইরেক্স গাছ থেকে পাওয়া যায়। এর সুগন্ধ মন মাতায়। শুধু তাই নয়, চুল এবং মাথার ত্বক ভাল রাখতে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ মতে, স্নান করার পরই ভেজা চুলে ধূপের ধোঁয়া দিলে সেটা মাথা ঠান্ডা রাখে, বিভিন্ন দোষ কমায়। মেন্টাল ফগ, আজকাল ভীষণ শোনা যায় সেটা কাটাতে সাহায্য করে। এমনকী ইমোশনাল ব্যালেন্স রাখতে সাহায্য করে। নেতিবাচক শক্তিকে দূরে রাখে। নিম, তুলসির সঙ্গে সম্ভ্রাণী ধূপের ধোঁয়া মিশিয়ে দিলে চুল বা মাথার ত্বকে কোনও ইনফেকশন হতো না। ঘাম বসত না। খুশকি দূর হতো। মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল বাড়ত, যা আখেরে চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। তবে, রোজ কি এই ধূপের ধোঁয়া দেওয়া উচিত? না। মাসে একবার বা দুইবার দেওয়া যেতে পারে। শ্যাম্পু করার পর এটি করতে পারেন। চাইলে এই ধোঁয়ার জন্য কর্পূরও ব্যবহার করতে পারেন।

কেন রোজ ব্যবহার করা উচিত নয়? এই ধোঁয়া ফুসফুসের জন্য বিশেষ ভাল নয়। তাই রোজের বদলে সপ্তাহে এক দিন বা পনের দিনে একদিন চুল ভাল রাখতে, রিল্যাক্স করতে এটি করতে পারেন।

ওজন কমানোর ওষুধে নতুন দিশা

পথ দেখাল পাইথন

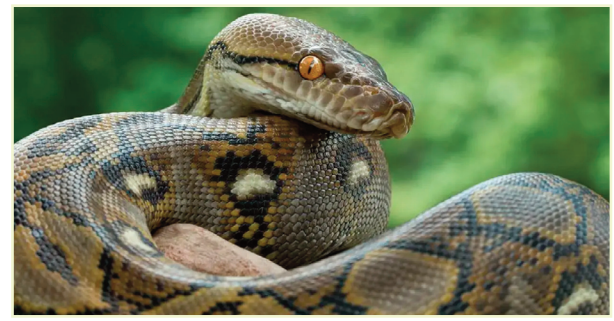

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ওজন কমানোর ওষুধ নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা যখন তুঙ্গে, তখন এক অবাক করা উৎস থেকে এসেছে নতুন সম্ভাবনা;পাইথন সাপের রক্ত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে এই রক্তে এমন কিছু বিশেষ উপাদান রয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ ও কার্যকর ওজন কমানোর ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।পাইথন সাপের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা অনেক সময় দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকে, আবার একবার খাবার গ্রহণ করলে শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া দ্রুত বদলে যায়। এই পরিবর্তনের সময় তাদের শরীরে এমন কিছু জৈব রাসায়নিক উৎপন্ন হয়, যা শরীরের চর্বি ব্যবহার এবং শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, পাইথনের রক্তে থাকা কিছু বিশেষ লিপিড বা ফ্যাট-জাতীয় অণু হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে এবং শরীরে ক্ষতিকর চর্বি জমা হওয়া কমাতে সাহায্য করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই এখন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কারণ এগুলি মানুষের জন্য নতুন ধরনের ওজন কমানোর ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বাজারে থাকা অনেক ওজন কমানোর ওষুধের সঙ্গে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জড়িত থাকে, যেমন হৃদরোগের ঝুঁকি, হজমের সমস্যা বা হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। কিন্তু পাইথনের রক্ত থেকে অনুপ্রাণিত এই নতুন গবেষণা এমন ওষুধ তৈরির দিকে এগোচ্ছে, যা শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে চর্বি কমাতে পারে, ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষকরা বিশেষভাবে আগ্রহী সেই অণুগুলির প্রতি, যেগুলি পাইথনের শরীরে খাবার গ্রহণের পর দ্রুত সক্রিয় হয়ে বিপাক প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। এই অণুগুলিকে যদি মানুষের শরীরে নিরাপদভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে তা ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন, এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পাইথনের রক্ত থেকে সরাসরি ওষুধ তৈরি করা সম্ভব নয়, বরং এর ভেতরে থাকা কার্যকর উপাদানগুলিকে শনাক্ত করে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হবে। এর জন্য আরও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রয়োজন। এই আবিষ্কারটি বিজ্ঞান জগতে একটি বড় উদাহরণ, যেখানে প্রকৃতি থেকে শেখার মাধ্যমে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। আগে যেমন বিভিন্ন প্রাণীর ওপর গবেষণা করে ওষুধ তৈরি হয়েছে, তেমনি এবার পাইথনের মতো এক অপ্রত্যাশিত উৎস থেকেও আসতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় অগ্রগতি।সব মিলিয়ে,

পাইথনের রক্ত নিয়ে এই গবেষণা ভবিষ্যতে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ ও কার্যকর সমাধান এনে দিতে পারে। যদিও এখনও অনেক পথ বাকি, তবুও এই আবিষ্কার নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী ও নিরাপদ ওজন নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/22/2026 3:30 PM Page 4

তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়ালে গোবর-মাটি, এলাকায় উত্তেজনা

রাকেশ লাহা ,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ দ্বিতীয় দফায় জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা আসন্ন ২৬ শের নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী হরে রাম সিং এর সমর্থনে লেখা দেওয়ালে পড়ল গোবর, চুন এবং মাটির ছাপ। সাতসকালে এমন ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিরোধীদের চক্রান্ত নাকি শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল ? কেন বারবার এই ঘটনা ঘটছে উঠছে এমনই প্রশ্ন ?ঘটনাটি ঘটে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জামুরিয়া ব্লক টু এর বাহাদুরপুর অঞ্চলের ২১০ নম্বর বুথ এলাকায়। প্রসঙ্গত , আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কুনুস্তরিয়া এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত ছিল তা সামনে আসেনি। ঠিক তারই মাঝে আরো একবার এমন ঘটনা শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের দাবী, বিজেপি এবং সিপিএম মিলিতভাবে এই নোংরা রাজনীতি করছে সেই কারণেই এমন ঘটনা। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখ বো যে বা যারা এমন ঘটনার সাথে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নিক। নতুবা আগামী দিনে আমরা দলীয়ভাবে বড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব। এছাড়াও তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং জানান, জামুড়িয়ায় তৃণমূল বিপুল ভোটে জিততে চলেছে, সে কারণেই কিছু মানুষ এ ধরনের নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছেন। তবে বিজেপি প্রার্থী ডঃ বিজন মুখার্জি জানাই, বিধানসভা জুড়ে আমাদের নির্বাচনী প্রচার পুরোদমে চলছে, আমাদের কর্মীরা এখন সকলেই দলের কাজে ব্যস্ত। তাই আমাদের কেউই এমন কাজ করেনি। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলেরই প্রভাব বলে দাবি করেন বিজন বাবু। অন্যদিকে এমন ঘটনায় মন্তব্য করতে ছাড়েননি সিপিএম নেতা তাপস কবি । তিনি জানান সিপিএম আজ পর্যন্ত কখনো এমন নোংরা রাজনীতি করেনি।অযথা সিপিএমের উপর দোষারোপ করে কোন লাভ হবে না। বর্তমানে বাহাদুরপুর এলাকায় এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার কেন্দাফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে জখম মৎস্যজীবী

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ভয়াবহ বাঘের হামলায় গুরুতর জখম এক মৎস্যজীবী। সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবন এলাকার শামসেরনগরে। জখম মৎস্যজীবীর নাম নিখিল মণ্ডল।জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার হেমনগর কোস্টাল থানার শামসেরনগরের বাসিন্দা নিখিল শুক্রবার আরও পাঁচ সঙ্গীকে নিয়ে দুটি নৌকায় করে সুন্দরবনের গভীরে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।

শনিবার সন্ধ্যায় বড়িতলা জঙ্গলের একটি খাঁড়ি থেকে ফেরার সময় আচমকাই বিপদ নেমে আসে। খাঁড়ির ধারে প্রথমে বাঘের দুটি শাবক দেখতে পান তাঁরা। দ্রুত এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করলেও তার আগেই একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকার উপর। প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্গী গোবিন্দ মণ্ডলের কথায়, মুহূর্তের মধ্যে বাঘ নিখিলের উপর হামলা চালায়। আতঙ্কে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেও দ্রুত বাঁশ দিয়ে বাঘটিকে আঘাত করতে শুরু করেন তাঁরা। তাতে কিছুটা দমে গেলেও বাঘটি হাল ছাড়েনি। ধস্তাধস্তির মাঝে নৌকা টলে গিয়ে জলে পড়ে যান নিখিল।

সেই সুযোগে ফের আক্রমণ করে বাঘ এবং তাঁকে টেনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।নিখিলের ঘাড়, মাথা, হাত ও পায়ে একাধিক আঘাত লাগে। তবুও জীবন বাঁচাতে লড়াই চালিয়ে যান তিনি। অন্যদিকে সঙ্গীরাও বাঁশ-লাঠি নিয়ে মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক আঘাতে পিছু হটতে বাধ্য হয় বাঘটি এবং শাবকদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়।রক্তাক্ত অবস্থায় নিখিলকে উদ্ধার করে প্রথমে গ্রামে, পরে যোগেশগঞ্জ হয়ে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই ঘটনায়।

রবিবাসরীয় প্রচারে জোর অনন্তদেব

বাবলু রহমান,নয়া জামানা জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী রবিবার সকাল থেকেই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর এটাই তাঁর প্রথম রবিবাসরীয় প্রচার, তাই শুরু থেকেই প্রচারে বাড়তি উদ্যম দেখা যায়।এদিন ভোরবেলায় দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি জনসংযোগে বেরিয়ে পড়েন।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং নিজের ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন। প্রচারের সময় তিনি জানান, মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন, যা তাঁকে আরও উৎসাহিত করছে।ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে, যা আসন্ন নির্বাচনের আবহকে আরও জোরালো করে তুলেছে। রবিবার তাঁর দিনভর প্রচারের সূচিতে রয়েছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি, বিশেষ করে দিনবাজারসহ আশেপাশের অঞ্চল।অনন্তদেব অধিকারী বলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম প্রাচীন ও বড় বাজার দিনবাজারের সার্বিক উন্নয়নে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের সুবিধা এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরও ভালো পরিবেশ তৈরি করার আশ্বাস দেন তিনি।সব মিলিয়ে, প্রথম রবিবাসরীয় প্রচারেই জনসংযোগের মাধ্যমে জমজমাট সূচনা করলেন বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী।

পানিহাটি থেকে বাম প্রার্থী প্রত্যাহারের ডাক নারায়ণের

নয়া জামানা , পানিহাটি ঃ পানিহাটিতে ভোটযুদ্ধে নতুন নাটক। প্রাক্তন বামসমর্থক চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার নির্বাচনী বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। অতীতে বামেদের হয়ে ভোটপ্রচারে সক্রিয় থাকা নারায়ণ সম্প্রতি ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবার তিনি পানিহাটির সম্ভাব্য বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মায়ের সমর্থনে বামপ্রার্থীদের তোপ দাগালেন। নারায়ণ বন্দ্যোপা ধ্যায়ের বক্তব্য, সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তকে পানিহাটি থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করতে হবে। তার যুক্তি, ভোট কাটাকুটির অঙ্কে যাতে অভয়ার মা হার না যান এবং তৃণমূলের সুবিধা না হয়। কলতান, যিনি আর জি কর আন্দোলনের মুখ এবং অতীতে জেলওভোগ করেছেন, নির্বাচনী মঞ্চে অভয়ার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। তবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই অভয়ার বাবা-মা এবং নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন পেয়ে কলতানের বিরুদ্ধেও সুর চড়াতে শুরু করেছেন।নারায়ণ বলেন, কলতানকে বলব প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে। অভয়ার মা-কে জেতানো আমাদের দায়িত্ব। ভোট কাটাকুটিতে তৃণমূল যাতে সুবিধা না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।দ তিনি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রতিও একই আবেদন জানিয়েছেন। নারায়ণ দাবি করেন, মানুষের কল্যাণ প্রার্থী না হলেও সম্ভব, তাই আন্দোলনের আবেগকে ভোটের মঞ্চে তুলে নেওয়া উচিত নয়।অভয়ার বাবা-মা পদ্মপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা এবং বামপন্থী সমালোচনার মুখে পড়লেও নারায়ণ তাদের পাশে রয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে একটাই স্বর, পরিবর্তন চাই। অভয়ার মা যদি ভোটে দাঁড়ান, জেতানো আমাদের দায়িত্ব।এ ঘটনায় পানিহাটি নির্বাচনী ময়দানে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রার্থী প্রত্যাহার ও সমর্থন নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক এখন মূল কেন্দ্রে।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ প্রমাণ করছে, প্রাক্তন বাম সমর্থকরা এখন রাজনীতিতে নতুন কৌশল ও অপ্রত্যাশিত সমর্থন দিয়ে সমীকরণ বদলাতে চাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে এই হঠাৎ সমর্থন ও তোপের ঘটনায় এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও তীব্র রূপ ।

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক ওয়ার্ডেন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরে এক লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে সততার পরিচয় দিলেন এক ট্রাফিক ওয়ার্ডেন সাবির শেখ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে প্রশংসার ঝড় উঠেছে।জানা গেছে, এক ব্যবসায়ী তার মহাজনের কাছে টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সেই টাকা একটি কালো ক্যারিব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু জঙ্গিপুরের একটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় অসাবধানতাবশত তার পকেট থেকে ক্যারিব্যাগটি পড়ে যায়। বিষয়টি তিনি তখন বুঝতেই পারেননি এবং নিজের কাজে চলে যান। ঠিক সেই সময় ব্রিজের উপর দিয়ে ডিউটি করতে যাচ্ছিলেন এক ট্রাফিক ওয়ার্ডেন। হঠাৎ তার চোখে পড়ে ব্রিজের মাঝখানে পড়ে থাকা একটি কালো ক্যারিব্যাগ। সন্দেহ হওয়ায় তিনি গাড়ি থামিয়ে ব্যাগটি তুলে নেন এবং খুলে দেখতেই অবাক হয়ে যান।

ব্যাগের ভিতরে ছিল ৫০০ টাকার নোটে ভর্তি প্রায় এক লক্ষ টাকা। ঘটনাটি বুঝতে পেরে তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে বিষয়টি জঙ্গিপুর ট্রাফিক পুলিশের অফিসারকে জানান। এরপর ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু হয়। ডিউটিতে থাকা অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয় প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/22/2026 3:30 PM Page 5

বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য

রাবণকাটা লোকনৃত্য

বিষ্ণুপুর নামটি শুনলেই যে দৃশ্যকল্প আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা হল; মল্লরাজদের রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ পোড়ামাটি ও মাকড়া পাথরে সৃষ্ট মদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, জোড়ামন্দির, বৃহৎদুর্গ কিংবা লৌহনির্মিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দলমাদন কামান। এছাড়াও, মল্লরাজাদের অবসর যাপনের অঙ্গ হিসেবে দশাবতার তাস, বিষ্ণুপুরীয় ঘরানার উৎকৃষ্টমানের সংগীতের মতো ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক বহুবিধ উপভোগ্য বিষয় বিষ্ণুপুরকে প্রাচীরের মতো জড়িয়ে রেখেছে। এবং এই বেষ্টনীর একেবারে কেন্দ্রেই রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য রাবণকাটা; যা বিষ্ণুপুরবাসীর নয়নের মণির মতোই আজও উজ্জল।দুর্গাপুজোর শেষলগ্নে দশমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত সময়টিতে মল্লরাজভূমে কান পাতলেই শোনা যায় ফিকে হওয়া নাকাড়া, টিকারা, কাঁসি, ঝাঝনের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে আসছে একটি শোভাযাত্রা। যার প্রথম সারিতে রয়েছে জাম্বুবান, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীবের ছাম অর্থাৎ মুখোশধারী দলের সঙ্গেই বাদ্যযন্ত্র বাদকের একটি ছোট্ট দল। যে দলের সঙ্গেই মালার মতো যুক্ত হচ্ছেন গ্রামের আঞ্চলিক অধিবাসীরা। আট থেকে আশি বছরের সকলেই সামিল এই শোভাযাত্রায়।শেষ পর্যন্ত, ছামধারীর দল এসে দাঁড়াল কোনো এক গৃহস্থের দোড়গোড়ায়। গৃহকর্ত্রী তার বছর দুয়েকের সন্তানকে কোলে করে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন হেঁসেল থেকে। তারপর শিশুটিকে তুলে দিলেন ছামধারী জাম্বুবানের কোলে। তারস্বরে শিশুটি কেঁদে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো নাকারা, টিকারা, কাঁসার আওয়াজ। শুরু হল, এক বিশেষ ভঙ্গিমায় জাম্বুবান, বিভীষণ, সুগ্রীব ও হনুমানের নৃত্যের সঙ্গে গ্রামবাসীদের উল্লাস। কিছুক্ষণ এমন নৃত্য চলার পরে জাম্বুবান তার কোল থেকে সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। হাসিমুখে গৃহকর্ত্রী কিছু অর্থ প্রণামী হিসেবে ছামধারীর হাতে তুলে দিলে আবার সেই শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো অন্য কোনো গেরস্ত-বাড়ির উদ্দেশ্যে। বিশেষত, যখন দশেরাকে কেন্দ্র করে রাবণদহন উৎসবে ভারতের বিভিন্ন অংশের জনজাতি মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, তখন মূলত বাংলার এমনই প্রচলিত পরম্পরাকে সামনে রেখে বিষ্ণুপুরবাসী পালন করে রাবণকাটা পরব বা উৎসব।মূলত, বিষ্ণুপুরের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষরা এই ধরনের লোকনৃত্যে বংশপরম্পরায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। যাঁদের হাত ধরে এখনো এই লোকনৃত্যশিল্প বেঁচে রয়েছে তারা হলেন-- সুকুমার অধিকারী, নারায়ণ বারিক, মিঠুন লোহার, রঞ্জিত গড়াই প্রমুখ। মল্লরাজাদের সমসাময়িক প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই মুখানাচ। মূলত, বিষ্ণুপুরের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষরা এই ধরনের লোকনৃত্যে বংশপরম্পরায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। যাঁদের হাত ধরে এখনো এই লোকনৃত্যশিল্প বেঁচে রয়েছে তারা হলেন-- সুকুমার অধিকারী, নারায়ণ বারিক, মিঠুন লোহার, রঞ্জিত গড়াই প্রমুখ । এঁদেরকে বাদ্যযন্ত্র (টিকারা, নাকারা, কাঁসি, ঝাঝ) বাজিয়ে সঙ্গ দেন সনাতন ধাড়া, শ্যামাপদ পণ্ডিত, তারাপদ ধাড়া, মধু দাসরা।

তাঁদের সঙ্গে থাকেন দলের ম্যানেজার জয়দেব দত্ত। সারাবছর এই শিল্পীরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত থাকেন। কেউ আইসক্রিম বিক্রি করেন, কেউ কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ বা সব্জি বিক্রি আবার কেউ চুন বিক্রি করে নিজেদের সংসার চালান।কথিত রয়েছে, একটা সময় ছিল যখন মল্লরাজারা এই লোকনৃত্য ও লোকশিল্পর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতেন। রাজাদের কাল আর নেই। এখন, বিষ্ণুপুরের সাধারণ মানুষরাই তাদের সাধ্যমতো অর্থপ্রদান করে থাকেন এই লোকপ্রসিদ্ধ পরম্পরাকে বহমান রাখতে।এই ধরনের লোকনৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশগুলি হল; জাম্বুবান (কালো), বিভীষণ (লাল), সুগ্রীব (সাদা), হনুমান (সাদা)। মুখোশগুলি গামার জাতীয় নরম কাঠের তৈরি। মুখোশের মাথায় লাগানো হয় পশমের মতো রঙিন চুল। প্রত্যেকটি মুখোশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নৃত্যশিল্পীরা পরিধান করেন লোমশ পোশাক। মাথায় একখণ্ড কাপড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তারপর পরিধান করা হয় মুখোশগুলিকে। এরপর শুরু হয় জাম্বুবান, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমানের সমবেত নাচ। সঙ্গে বাজানো হয় টিকারা, ঝাঝ, কাঁসি ইত্যাদি। নাচের সময়ে প্রচলিত লোকাচার অনুযায়ী অনেকে ছামধারির পোশাক থেকে পশমের লোম ছিড়ে নিজের ঘরে রেখে দেন। অনেকের বিশ্বাস, এতে দূষিতজ্বর থেকে পরিবার পরিজনেরা রক্ষা পাবে। দশেরার প্রাক্কালে প্রত্যেকবার নতুন করে মুখোশগুলিকে রং করা হয়।রাবণকাটাকে কেন্দ্র করে এই সময়ে বানানো হয় মাটির এক বিশালাকার রাবণমূর্তি ও সাজানো হয় রঘুনাথজীর রথ। দশমী থেকে দ্বাদশী অবধি তিনদিন ধরে এই ছামধারীর দল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করেন।রাবণকাটাকে কেন্দ্র করে এই সময়ে বানানো হয় মাটির এক বিশালাকার রাবণমূর্তি ও সাজানো হয় রঘুনাথজীর রথ। দশমী থেকে দ্বাদশী অবধি তিনদিন ধরে এই ছামধারীর দল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। এবং অনুষ্ঠানের শেষ দিন অথাৎ দ্বাদশীর রাতে বিষ্ণুপুরবাসী সমবেত হয় কাটানদার রঘুনাথজীর মন্দিরচত্বরে। অষ্টধাতুর রঘুবীর মূর্তিকে সাজানো রথে বসিয়ে জাম্বুবান, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমানের সঙ্গে গ্রামবাসীরাও সমবেত উল্লাস করতে করতে এগিয়ে চলেন রাবণের উদ্দেশ্যে। জাম্বুবানের হাতে থাকা তরোয়াল দিয়ে রাবণের মস্তকছেদ করবার মধ্যে দিয়ে রাবণকাটা উৎসব-এর সমাপ্তি ঘটে। উৎসবের শেষে মাটির বিশালকার রাবণমূর্তিকে ভেঙে ফেলা হয়। আচার অনুযায়ী অনেকে এই মাটি সঙ্গে করে নিয়ে যান ঘরে।

সংসারের মঙ্গল কামনার্থে।বিজয়া দশমীর বির্সজনকে কেন্দ্র করে যখন বাংলার অন্যত্র শোনা যায় বিষাদের ঢক্কানিনাদ, তখন সমগ্র বিষ্ণুপুরে দৈত্যরূপী রাবণকে কাটার মাধ্যমে অশুভ শক্তি বিনাশের আহ্বানে শোনা যায় ঝাজ, টিকারার শব্দ। জাম্বুবান, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণের মুখে ফুটে ওঠে হাসির ঝলক। তেমনই প্রশস্ত হয় বুক, ঐতিহ্যময় প্রাচীন সংস্কৃতিকে আজও চলমান রাখার গর্বে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।